গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
(সচিবের দপ্তর)

বিষয়ঃ জনাব মোঃ আবদুল হালিম সচিব,শিল্প মন্ত্রণালয় মহোদয়ের পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ ও সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস্ লিঃ এর কর্মকর্তাগণের সাথে IAP এবং APA সংক্রান্ত সভার আলোচনা ও নির্দেশনা।

স্থানঃ অতিথি ভবন, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, ঠাকুরগাঁও রোড,ঠাকুরগাঁও।
তারিখ ও সময়ঃ ০৫-১০-২০১৯ খ্রিঃ (শনিবার), সকাল: ১১-০০ টা।

সভার শুরুতে সচিব মহোদয় সকলের পরিচয় জানতে চান। পরিচিতি পর্ব শেষে সচিব মহোদয় সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস্ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট IAP এবং APA এর চুক্তি সম্পাদনের পর বিগত বছরগুলোর তুলনায় এ বছর কাজের ধরণ ও চিন্তাভাবনায় কী কী পরিবর্তন এসেছে সে বিষয়ে জানতে চান।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস্ লি: জানান, IAP এবং APA এর চুক্তি সম্পাদনের পর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকগণের মধ্যে সচেতনতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, টার্গেট অর্জনের জন্য সকলে গুরুত্ব সহকারে কাজ করছেন।

মহাব্যবস্থাপক (অর্থ), পঞ্চগড় সুগার মিলস্ লিঃ বলেন যে, IAP এবং APA চুক্তি সম্পাদনের পর Root লেভেল থেকে উপরের লেভেল পর্যন্ত জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং টার্গেট ফিক্সড আপের কারণে ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কমিউনিকেশন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি সভায় অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের খরচ ২০% হ্রাস করতে হবে। উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) ও মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)'র সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে যা পূর্বের বছরগুলোতে এতোটা গুরুত্ব দিয়ে করা হতো না।

মহাব্যবস্থাপক (কৃষি), সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ বলেন যে, 'IAP চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের কাজের টার্গেট ফিক্সড করে দেয়া হয়েছে এবং আমি সবাইকে বলে দিয়েছি টার্গেট শতভাগ পূর্ণ না হলে ACR এ নম্বরও কম দেয়া হবে, এতে করে তারা কাজে আরও বেশি সিরিয়াস হয়েছে।'

সচিব মহোদয় মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ এর নিকট আখ সাপ্লাই এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ জানতে চান।

মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) জানান, আগামী মাড়াই মৌসুমে ৪৫০০০ মেঃ টন আখ মাড়াইয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আখ প্রাপ্তির জন্য প্রতিটি সিডিএ কে টার্গেট ফিক্সড করে দিয়ে চুক্তি সম্পাদন করেছি। টার্গেট ফিলআপ করতে না পারলে শাস্তির আওতায় আনা হবে। ইতিপূর্বে আমরা এরুপ কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারিনি। পাওয়ার ক্রাসারের মাধ্যমে যারা আখ মাড়াই করে তাদের তালিকা তৈরী করে ইতিমধ্যে মিটিং করেছি। আখ মাড়াই করার জন্য কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করেছি। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আখ সরবরোহের জন্য চাষীদের সঙ্গে মিটিং করেছি। আখ তছরুপ না করার জন্য মাইকিং করছি।

অতপরঃ সচিব মহোদয় পঞ্চগড় সুগার মিলস্ লিঃ এর এমিড'র নিকট জানতে চান IAP এবং APA এর আগে এবং বর্তমানের মধ্যে আপনি কী কী পরিবর্তন বা চ্যালেঞ্জ লক্ষ্য করেছেন।

জবাবে পঞ্চগড় সুগার মিলস্ লিঃ এর এমডি জানান, 'IAP এবং APA একটি Time Bounding ও জবাবদিহিতামূলক পরিকল্পনা। এটি প্রথম জানার পর বেশ কঠিন ও উচ্ছাভিলাষী মনে হয়েছিল। তবে বর্তমানে মনে হয় যদি সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করা হয় তাহলে এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সকলের মনে এ বিষয়ে আস্তে আস্তে আস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। আশা করি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবো।'

সচিব মহোদয় IAP এবং APA কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে সে বিষয়ে পয়েন্টভিত্তিক ব্যাখ্যা করতে বলেন।

এমডি মহোদয় খাত ভিত্তিক সেগুলো ব্যাখ্যা করেন। চা চাষকে তিনি পঞ্চগড় সুগার মিলস্ লিঃ এর প্লান্টেশনের জন্য একটি বড় হুমকি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন ২০১৯-২০২০ মাড়াই মৌসুমে ৫০,০০০ মেঃ টন আখ মাড়াইয়ের লক্ষ্যমাত্রা আছে। বিগত দুই বছরে মিল এলাকায় কেন আখ মাড়াই হয় নি। এ বছর কিছু লোক আখ মাড়াই করার জন্য চাপ দিচ্ছে ।তবে এ বছরও আমরা কোন আখ মাড়াই করতে দিব না। পাথর ভাঙ্গার শ্রমিকরা আখ চিবিয়ে খেয়ে কিছু আখ তছরুপ করছে।

অতপর , সচিব মহোদয় মহাব্যবস্থাপক (কৃষি), পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ এর নিকট জানতে চান তিনি আগামী মাড়াই মৌসুমে কত মেঃ টন আখ দিবেন এবং কিভাবে দিবেন।

জবাবে মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) জানান, 'আগামী মাড়াই মৌসুমে ৫০,০০০ মেঃ টন আখ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আখ সরবরাহের জন্যে ইতোমধ্যে সিডিএসহ সকল কর্মকর্তাদের সাথে IAP চুক্তি করা হয়েছে। আখের ঝাঁড় বাধা, পোকা দমনসহ সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ফলন জরিপও শেষ হয়েছে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আখ সরবরাহের জন্য চাষী যোগাযোগ অব্যাহত আছে। প্রতিটি কেন্দ্রে উঠান বৈঠক করছি। সত্যিকার অর্থে বর্তমানে চাষীদের মাঝে আখ আবাদ করার আগ্রহ কমে গেছে। তবু আমরা তাদের বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে মোটিভেট (Motivate) করার চেষ্টা করছি। মিলে আখ থেকে ধলতা কর্তন করতে গিয়ে একটু সমস্যা হয়। আশাকরি, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আখ সরবরাহ করতে পারবো

অপর পৃ: দ্র:

এরপর মহাব্যবস্থাপক (কারখানা), পঞ্চগড় সুগার মিলস্ লিঃ জানান, আগামী মাড়াই মৌসুমে ৫০,০০০ মেঃ টন আখ মাড়াই করে ৪০০০ মেঃ টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চিনি উৎপাদনের জন্য ইতিমধ্যে সকল কর্মকর্তা, ফোরম্যান ও মেকানিকদের সাথে IAP চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এতে তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিপূর্বে শ্রমিকরা মনে করতো তাদের কোন দায়বদ্ধতা নাই যা দায় শুধুমাত্র অফিসারদের। এখন আমরা তাদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছি। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সঠিকভাবে না হলে তাদেরকেও জবাবদিহিতা করতে হবে। বর্তমানে বেশ সুন্দরভাবে মেরামত কাজ চলছে। আশাকরি আগামী মৌসুমে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৮% রিকোভারী অর্জন এবং প্রসেস লস সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হব।

এপর্যায়ে সচিব মহোদয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ এর নিকট কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যয় হ্রাস পেয়েছে তা জানতে চান।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ জানান, ফ্যাক্টরীর মেইন্টেনেন্সে পরিবহন খাতে ডিজেলের এবং বিভিন্ন স্পেয়ার পার্টস ক্রয়ে খরচ কমিয়েছি। বিদ্যুৎ ব্যবহারে এই কোয়ার্টারে প্রায় ২.০০ লক্ষ টাকা এবং ফটোকপি বিল হ্রাস পেয়েছে মর্মে তিনি জানান।

বিভিন্ন খাতে খরচ কমানোর প্রসঙ্গে মহাব্যবস্থাপক (অর্থ), পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ জানান, কারখানা ও গ্যারেজের মেরামতে, বিভিন্ন স্টেশনারী মালামাল ক্রয়ে ও অতিথি ভবনের ব্যয়সহ বিভিন্ন খাতে খরচ কমানো হয়েছে।

এ পর্যায়ে সচিব মহোদয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ এর নিকট জানতে চান কোন কোন খাতে ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে

জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস্ লিঃ জানান, প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যয় কমানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে, করখানা/গ্যারেজ মেরামতের ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। আগামী মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু পরিবহনের ক্ষেত্রে দূরত্ব সঠিকভাবে পরিমাপপূর্বক জ্বালানী তেল সরবরাহ নিশ্চিত করবেন মর্মে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান।

পরিচালক (অর্থ) জানান, বাজারে আমাদের প্যাকেট চিনির নকল চিনি বের হয়েছে। ইতিমধ্যে তা বিএসটিআইকে অবহিত করা হয়েছে।

সচিব মহোদয় বলেন, 'IAP এবং APA এর চুক্তি সম্পাদনের পর আপনাদের মধ্যে যে চর্চা শুরু হয়েছে তা অত্যন্ত ইতিবাচক যা নতুন যাত্রার সূচনা করবে। এটি ধরে রাখতে হবে। আমরা সবাই একত্রে আন্তরিকভাবে কাজ করলে অবশ্যই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো।'

সচিব মহোদয় নিম্নরুপ নির্দেশনা দেনঃ-

১) স্পেসিকভাবে আখ মাড়াইকারীদের তালিকা তৈরী করে আখ মাড়াই করবেন না এই মর্মে তাদের নিকট হতে অঙ্গীকারনামা নিতে হবে।

২) আখ তছরুপের বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আখ সরবরাহের জন্য চাষীদের কাউন্সেলিং করতে হবে।

৪) একর প্রতি আখের ফলন বৃদ্ধি করতে হবে।

৫) যারা আখ মাড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে মাড়াই শুরুর আগেই তাদের তালিকা করে চিঠি দিয়ে নিষেধ করতে হবে। পাশাপাশি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬) মিলে আখের ধলতা কর্তন না করে সে কাজটি মাঠ থেকেই করে আনতে হবে। চাষীরা যাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আখ সরবরাহ করে সে ব্যবস্থা পূর্ব হতেই নিতে হবে।

৭) অবশ্যই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

৮) আখের ফলন বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে, উন্নত জাতের আখ চাষ করতে হবে।

৯) প্রতিটি ক্ষেত্রে খরচ কমানোর পাশাপাশি আয়ের উৎস বাড়াতে হবে। এজন্য নার্সারী করা যেতে পারে। সম্ভব হলে রস বিক্রির ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০) দোকানভাড়া, বাসাভাড়া সঠিকভাবে আদায় পূর্বক মিল ফান্ডে জমাকরণের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

১১) মিলের জমি সঠিকভাবে ব্যবহার করে আয় বৃদ্ধি করতে হবে।

১২) আগামী ২০২০-২১ মৌসুমে চিনির লক্ষ্যমাত্রা ৬০০০ মেঃ টন নিয়ে যেতে হবে।

১৩) সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সকল খাতে ব্যয় হ্রাস করার কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৪) দোকানঘর, বাসাবাড়ির ভাড়া নিয়মিতভাবে আদায় করতে হবে। অবৈধ কাঠামো, ঘর-বাড়ি উচ্ছেদে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫) মিলের অব্যবহৃত ফাঁকা জায়গায় পিপিপি মডেলে দোকান/মার্কেট তৈরী করে ভাড়া আদায়ের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৬) পরিবেশ দূষণ রোধে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে পরিবেশ দূষণ না হয়। অন্যান্য প্রজেক্টও দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৭) প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্রাউন সুগার, জুস, ভিনেগার ইত্যাদি তৈরীর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৮) সকলে মিলে উৎপাদিত আখের চিনির গুণগতমান বিভিন্ন ফোরামে তুলে ধরতে হবে, প্রচার প্রচারণা বাড়াতে হবে।

১৯) আখ সরবরাহের পর আখের টাকার জন্য আখচাষী যেন হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন/মজুরীও ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

২০) যানবাহনগুলো সঠিকভাবে মেইনটেইন্স করে বাড়তি আয় বৃদ্ধি ব্যবস্থা নিতে হবে।

২১) সুগার মিল কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটিয়ে জেলার মধ্যে অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠে পরিণত হতে হবে।

২২) বাজারে আমাদের চিনির নকল চিনি বের হলে তা রোধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদানসহ সোস্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা চালাতে হবে।

অপর পৃ: দ্র:

বাস্তাবায়নে:

ক) বেগম পরাগ, অতিরিক্ত সচিব (স্বস, আস, বিএসএফআইসি) শিল্প মন্ত্রণালয়
খ) জনাব অজিত কুমার পাল এফসিএ, চেয়ারম্যান, বিএসএফআইসি, ঢাকা
গ) জনাব মুঃ আনোয়ারুল আলম, উপসচিব (বিএসএফআইসি)
ঘ) জনাব আব্দুর রউফ খান, পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল), বিএসএফআইসি, ঢাকা
ঙ) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, পরিচালক (সিডিআর) বিএসএফআইসি, ঢাকা
চ) প্রকৌশলী মোঃ এনায়েত হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত),বিএসএফআইসি, ঢাকা
ছ) জনাব চৌধুরী রুহুল আমিন কায়সার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পঞ্চগড় সুগার মিলস্ লিমিটেড
জ) জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস্ লিমিটেড

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়ে গৃহীত কার্যক্রম আগামী এক মাসের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্মারক নম্বর: ৩৬.০০.০০০০.০২১.১৬.০০৩.১৮-৬৪১

তারিখঃ ১৮ পৌষ ১৪২৬
০২ জানুয়ারি ২০২০

বিতরণ, সদয় অবগতি ও কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) অতিরিক্ত সচিব (স্বস, আস, বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয় (সচিবের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান, বিএসএফআইসিকে পত্র দেয়ার জন্য অনুরোধসহ)
২) চেয়ারম্যান, বিএসএফআইসি, ঢাকা
৩) জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়
৪) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
৫) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
৬) উপসচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়
৭) সিস্টেম এনালিস্ট, শিল্প মন্ত্রণালয় (শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পঞ্চগড়/সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস্ লিমিটেড, (শিল্প সচিবের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রতিমাসের ২৫ তারিখের মধ্যে সচিবের দপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়কে পত্র মারফত অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
২) মহাব্যবস্থাপক (কৃষি/অর্থ/কারখানা/প্রশাসন), পঞ্চগড়/সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস্ লিমিটেড
৩) সকল শাখা প্রধান, পঞ্চগড় সুগার মিলস্ লিমিটেড
৪) অফিস কপি।

দীপঙ্কর রায়
সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়
ফোন নম্বর: ০৮+০২ ৯৬৫৩৫৮২
ই-মেইলঃ ps2secy@moind.gov.bd